দর্শনায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার মদসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার আনোয়ারপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিটসহ (মদ তৈরির কাঁচামাল বা উপকরণসহ) যুবদল ও শ্রমিক দলের তিন মাদককারবারিকে গ্রেফতার করেছে ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) ভোররাতে দর্শনার থানার আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়া থেকে তাদের ৩জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আমিনুল ইসলাম
(৪৫) দর্শনার আনোয়াপুর এলাকার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে, জেলা যুবদলের সদস্য কিতাব আলীর ছেলে মিতুল (৪২) একই এলাকার নৃর মিয়ার ছেলে আলীর ছেলে ও শফিকুল ইসলামকে (৩৫)৭২৪ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

অভিযান সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার ও ৫৫ পতাদিক ডিভিশনের সার্জেন্ট মাসুদের নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় যৌথবাহিনী তিন মাদককারবারীর ভাড়া বাসা থেকে ৭২৪ লিটার রেকটিফাইট স্পিরিট (মদ তৈরির কাঁচামাল ও উপকরণ) উদ্ধার করে। যৌথবাহিনী গোপন সংবাদে জানতে পারে দর্শনা আনোয়ারপুর হঠাৎ পাড়ায় ভেজাল মদ তৈরির জন্য বিপুল পরিমাণ স্পিরিট ওই বাড়িতে মজুদ রেখে ভেজাল মদ তৈরি করছে। এসব রেকটিফাইট স্পিরিট ও বাংলা মদ কেরু এন্ড কোম্পানী থেকে সংগ্রহ করেছে বলে তারা জানায়।

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শিরিন আক্তার জানান, গ্রেপ্তারকৃত তিন মাদককারবারীর বিরুদ্ধে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ঘটনায় মাদক আইনে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে যার মামলা নং ৬।

দামুড়হুদায় মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর সহকারী জর্জকোর্টের সেরেস্তাদার নূরুল হকের দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের স্থানীয় ভুক্তভোগীগণ ও এলাকাবাসী।

আজ মঙ্গলবার (০৮ ই অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার দামুড়হুদা- কার্পাসডাঙ্গা সড়কের গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে এই মানব বন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তরা বলেন, নুরুল হক (৫৭) আদালতে চাকুরীর সুবাদে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ও আওয়ামীলীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নে স্থানীয় নেতাদের সাথে আঁতাত করে গত ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে জায়গা জমি দখল, ফসলি জমির মাটি বালু উত্তোলন ও গ্রামের মসজিদ কমিটির তহবিলের ৬ লক্ষ টাকা আটকিয়ে রাখার প্রতিবাদ করায় চিৎলা, গোবিন্দহুদা ও মুক্তারপুর গ্রামের নিরীহ সাধারন মানুষের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে সবাইকে হয়রানি করে আসছে।

এলাকায় তার নাম হয়ে গেছে ভূমিদস্যু ও মামলাবাজ নূরুল হক পেশকার। আমরা ভুক্তভোগীগণ নুরুল হক পেশকারের দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান, মাসুদ বিল্লা মন্টু, রিফাত রহমান, খাজা আহাম্মেদ, ওয়াসিম আকরাম, খবির উদ্দিন, ফজিলা খাতুন, রাবেয়া খাতুন প্রমূখ।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মামলায় ভুক্তভোগী ২২ জন আসামি সহ গ্রামের দুই শতাধিক নারী পুরুষ।

[redacted]

[redacted]

৫ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা রেল বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে দু’ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

জানাগেছে আজ সোমবার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা রেল বাজারে চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদসহ সঙ্গীয় একটি দল দর্শনা রেলবাজারে ডিমের আড়ত, মাছ, মুরগী, মুদিদোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায়।

এ সময় দর্শনা বাজারে মেসার্স মীর প্রোটিন হাউজ নামক ডিম ও মুরগির আড়তে পূর্বে সতর্ক করা সত্ত্বেও মুল্য তালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও ভাউচার সংরক্ষণ না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মীর শামীমকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৩৮ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অপরাধে মেসার্স কালাম ডিম হাউজের মালিক আব্দুল কালামকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়া এসময় এলাকায় সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়, ভাউচার সংরক্ষণ ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা হয়। বাজার কমিটির মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের মাঝে সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়। ভোক্তা অধিকার দর্শনা রেল বাজারে ঢুকার সাথে সাথে দর্শনা দোকান ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ করে দিযে সটকে পড়ে।

দর্শনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীতে টেন্ডার বাক্স

ভাংচুর

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পুলিশের উপস্থিতিতে ঐতিহ্যবাহী কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর জেনারেল অফিসের ৩য় তলার কক্ষ থেকে নামিয়ে এনে টেন্ডার বাক্স ভাংচুর করেছে বিএনপি ও যুবদলের অংগ সংসগঠনের নামধারী দুর্বৃত্তরা। এ টেন্ডার বাক্সটি ৩য় তলা থেকে নিচে নামিয়ে এনে জেনারেল অফিসের সামনের রাস্তার উপর টেন্ডার বাক্সটি ভাঙচুর করে। তবে এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের সিসি ক্যামারা দেখলে তাদের সনাক্ত করা যাবে বলে জানায় স্থানীয়রা।

জানাযায় আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে জেনারেল অফিসের সামনে টেন্ডার বাক্স ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ সোমবার ৯ টি খামার ও কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডোঙ্গার কেনকেরিয়ার টেন্ডার ড্রপের দিন ছিলো।টেন্ডার বাক্স খোলার পর একদল বিএনপির ও যুবদলের অংগ সংগঠনের দুর্বৃত্তরা ২৫/৩০ মিলে জেনারেল অফিসের ৩য় তলায় উঠে টেন্ডার বাক্স নিচে নামিয়ে এনে ভাংচুর করে। ভাংচুরের পরে ছড়িয়ে পড়ে আতংক ভয়ে উপায়ন্তর না পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশের এস আই সেকেন্দার এ এস আবু হানিফ, এ এস আই মারুফুল ইসলামসহ ঘটনাস্থলে এসে ভাঙ্গা টেন্ডার বাক্স উদ্ধার করে। পরে নামধারী কর্মীরা মোটরসাইকেল ও ভ্যানযোগে পালিয়ে যায়।

এ ঘটনায় কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক প্রশাসন মোঃ ইউসুফ আলী বলেন, গতকাল কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ৯ টি খামারের আখ কর্তন ও কেনকেরিয়ারের সিডিউল ড্রপোর শেষ দিন ছিলো। আমরা টেন্ডার ড্রপের সিডিউল টেন্ডার বাক্স থেকে বের করে গননা করছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে কিছু বখাটে ছেলে খালি টেন্ডার বাক্স অফিস থেকে নামিয়ে নিয়ে ভাংচুর করে।

এ বিষয়ে কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসানের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমি শ্রমিকদের ট্রেনিং দিচ্ছি সেখানে ছিলাম, তবে আমি এডিএম ইউসুফে আলীর সাথে কথা বলে জানতে পারছি খালি টেন্ডার বাক্স ভাঙচুর করেছে। তবে এ ন্যাক্যারজনক ঘটনায় আমরা ব্যাবস্থা গ্রহন করবো। এ বিষয়ে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ তিতুমীরকে ফোন দিলে তিনি বলেন, টেন্ডার বাক্সটি বাইরে ছিলো তার আগেই টেন্ডার বাক্সের চিঠি বের

করে ফেলছিলো। তবে আমাদের পুলিশ উপস্থিত ছিলো।

এ বিষয়ে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক জি এস এনামূল হক শাহ মুকুল বলেন, এরা বিএনপির কিনা আমার জানা নেই। আওয়ামীলীগের বা তৃতীয় পক্ষের উৎশৃখল কেউ জড়িত থাকতে পারে তবে দলের ভাবমৃর্তী নষ্ট করার জন্য এসব ঘটনা ঘটাতে পারে। আমি সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কতৃপক্ষকে আহব্বান জান্নাছি।

দর্শনার রামনগর গ্রামে আখচাষী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দর্শনা পৌরসভার রামনগর মিলগেট পশ্চিম সাবজোনের ২২নং ইউনিটে আখচাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টায় রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ আখচাষী সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

আখচাষী সমাবেশে ডিজিএম কৃষি (সম্প্রসারন) মাহাবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন,কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

এ সময় তিনি বলেন, আপনারা আখ চাষ করুন আগামীতে আখের মৃল্য আরও বৃদ্ধি করা হবে। আপনারা আখ লাগাবেন এবং সার্বিক সহিযোগিতা করবে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি। এ মিল আপনাদের এ মিল টিকে থাকলে আপনাদের অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছলতা আসবে। আগামী অর্থ বছরে আখের মৃল্য টন প্রতি ৬ হাজার ৫শ টাকা নির্ধারন করা হবে। তিনি আরও বলেন ভাল বীজের আখ লাগাবেন আপনার লাভবান হবেন। এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আখ সরবাহ করবেন। অধিক চিনি আহরনের জন্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও টপট্রাসমুক্ত আখ মিলে সরবরাহ করার আহব্বান জানান তিনি। তিনি যোগদানের পর থেকে আখচাষীদের দারপ্রন্তে ছুটছেন। তিনি আখচাষীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগও শুনছেন। তিনি চাষীদের ন্যয্যতার কথা বলছেন এবং চাষীদের আসস্ত করছেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা), সুমন কুমার সাহা, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ভূঁইয়া। এ সমাবেশে প্রায় ৩শ আখচাষী উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় কেরু মন্দিরে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার একমাত্র ঐতিহ্যবাহী ভারী শিল্প কারখানা দর্শনার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সুনামধন্য “কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দির” এলাকার মন্দিরের দূর্গাপূজাকে সভল ভাবে সম্প্রদানে হিন্দু ধর্মালম্বীদের সাথে মতবিনিময়সভা করেছেন কেরু এন্ড কোম্পানির নবাগত ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

গতকাল রোববার সন্ধা ৭ টায় কেরুজ সর্বজনীন দূর্গা মন্দিরে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেরুজ দূর্গামন্দিরে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে শারদীয় দূর্গা পূজা। সভায় প্রধান অতিথি রাব্বিক হাসান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা ও যে কোন উস্কানি বা গুজব রোধে সকলকে একযোগে সোচ্চার ও সচেতন থাকার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

তিনি বলেন, এটা আমার আপনার সবার দেশ, একযোগে সবাইকে নিরাপত্তা দিতে সহযোগিতা করতে হবে। পাশাপাশি পূজা চলাকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্দির এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কেরুর নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে সর্বাক্ষণিক টহল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন মহা-ব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, মহা-ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) রাজিবুল হাসান, কেরুজ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, মন্দির কমিটির সভাপতি নমিতা রানী মালাকার, সাধারণ সম্পাদক রাধারাণী দাস, রতন

কুমার লোধ, নারায়ন চন্দ্র দাস, সমির সরকার, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, দীপেন ঘোষ, তপন কুমার বিশ্বাস, তারাপদ বিশ্বাস, ধীরেন চন্দ্র দাস, শঙ্কর বিশ্বাস, সুবাস বিশ্বাস, রতন দাস, গনেস বিশ্বাস, বাঁধন চন্দ্র দাস, শুভ লোধ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগ নেতা তুহিন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলার ঘটনায় আজ রোববার বিকেলে শহরের আলিফ উদ্দীন সড়কের তার নিজ দোকান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মো. শেখ গনি মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, তাকে আজ সোমবার সকালে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযানে দেড় লাখ টাকা জরিমানা আদায়

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে উত্তরা ট্রেডার্সকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ রোববার বিকেলে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ জানান,

গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে ৩টায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজারে আড়ত, সার ডিলার, চাল, মুদি দোকানসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকানে তদারকি করা হয়।

এ সময় মেসার্স উত্তরা ট্রেডার্স নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়া যায়। গ্যাসের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও দাম বেশি নেয়া। বিভিন্ন কোম্পানির গো-খাদ্য ভূষি প্যাকেট খুলে ভেজাল করা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ড্যামেজ ভূষি রোদে শুকিয়ে পুনরায় প্যাকেট করে বিক্রি করা। এছাড়া মেয়াদ ও মূল্য বিহীন পণ্য বিক্রি করাসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার শ্রী সুশীল কুমার বিশ্বাসকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪০ ও ৪৫ ধারায় দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এসময় সব ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় এবং সবাইকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি, ভাউচার সংরক্ষণ ও মূল্যতালিকা প্রদর্শন করতে বলা হয়। এছাড়া সচেতনতামুলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রহমান ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি দল। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালন

‘জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন, আনব দেশে সুশাসন’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে চত্বর থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড়ে ঘুরে একই স্থানে র্যালি শেষ হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হয় জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক

শারমিন আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক জহিরুল ইসলাম বলেন, ‘নাগরিককে জন্ম সনদ দিতে হবে। এই জন্য সবাইকে জন্ম ও মৃত্যু সনদ গ্রহণ করতে হবে। জন্ম সনদে সব সময় ছোট নাম দিতে হবে। গ্রামের ইউনিয়নপর্যায়ে জন্ম ও মৃত্যু সনদ নিতে যেন কোন বিলম্ব সৃষ্টি না হয়। এই জন্য গ্রামের পুলিশের সচেতন থাকতে হবে। গ্রাম পুলিশের সঠিক তথ্যের কারণে জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তথ্য পাওয়াযায়। ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সনদ গ্রহন করতে হয়। জন্ম সনদ ও মৃত্যু সনদের আইন মানতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু সনদে ভুল দ্রুতসংশোধন করে সকল নাগরিককে দিতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সময় মতো রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু সনদের তথ্য সঠিক ভাবে উল্লেখ করতে হবে। শিশুজন্ম গ্রহণ করার পর মৌলিক অধিকার জন্ম সনদ গ্রহণকরা’।

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ভুমি অফিসের সহকারী কমিশনার এস.এম. আশিশ মোমতাজ, চুয়াডাঙ্গা কালেক্টর স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র সাকিব হাসান তুষার, চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী কারার তাফসীন, ঝিনুক বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী নুসরাত আরেফিন, বৈষম্য বিরোধীছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি সজিবুল ইসলাম, গ্রাম পুলিশ বিপুল দফাদার, বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসন কর্মকর্তা ফয়জুর রহমান, প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি প্রমুখ।